২৬/১০/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩......

মাসখানেকের মধ্যে ছাত্রলীগের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হতে পারে

মামুন অর রশীদ ॥ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবকাঠামোতে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনে নেতৃত্বের পরিবর্তন হচ্ছে। মাসখানেকের মধ্যে গঠিত হচ্ছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি। ছাত্রলীগের এবারকার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে গুডবয় ইমেজের পাশাপাশি সাংগঠনিক দক্ষতা বিবেচনায় এনে। বর্তমান কমিটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে অধিকমাত্রায় মূলদল আওয়ামী লীগের দাফতরিক কাজে সম্পৃক্ত করা হবে। এবারের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জেলা পর্যায় থেকে অচেনা মুখের দু'একজন শীর্ষ পদে স্থান পেতে পারেন বলে আভাস পাওয়া গেছে। তবে কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রাধান্য থাকছে। বিরোধী দলে অবস্থানের কারণে এবার শক্ত নেতৃত্ব আনা হচ্ছে তবে গঠনতন্ত্র কোনক্রমে উপেক্ষা না করে কমিটি এক শ' এক সদস্যের মধ্যে সীমিত রাখা হচ্ছে। সারা দেশে ছাত্রলীগের জেলা ও থানা কমিটি গঠন এবং চেন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনা নবগঠিত কমিটির সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেয়া হবে।

গত ১ অক্টোবর জাতীয় নির্বাচনে পরাজয়ের আভাস পেয়ে ছাত্রদলের হামলার মুখে পড়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হল ছেড়েছে। পক্ষান্তরে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরও ছাত্রদল ক্যাডাররা আড়াই বছর সশস্ত্র যুদ্ধ করে টিকেছিল। ছাত্রলীগের এই পালিয়ে যাওয়ার পিছনে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দফতরের জনৈক কর্মকর্তার খুব বেশিমাত্রায় গুটি চালাচালি প্রভাব ফেলেছে।

গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্রলীগ অনেক অব্যবস্থা দূর করলেও কোন আদর্শিক কর্মী তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু সাংগঠনিক নেত্রীকে বার বার জানানো হয়েছে 'সব ঠিক আছে'। দেশব্যাপী গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের যেখানে প্রহরীর ভূমিকা পালন করার কথা ছিল সেখানে এলাকায় গিয়ে তাদের খুঁজে বের করতে লোক লাগাতে হয়েছে। ৮৪টি সাংগঠনিক জেলার অবকাঠামোর করুণ অবস্থা জনকণ্ঠে একাধিকবার তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন কেউই বিষয়টি পাত্তা দেয়নি। উল্টা নেতাদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে। ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা দলীয় আদর্শ বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন ছিল না। উল্টো সামান্য বৈষয়িক প্রয়োজনে আদর্শিক শত্রুদের সঙ্গে করেছে দহরম মহরম। আজ তাঁরা টের পাচ্ছেন কিন্তু আত্মশুদ্ধির কোন চেষ্টা নেই। ছাত্র রাজনীতি ছাড়তে না ছাড়তেই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেসরকারী মেডিকেল কলেজের পরিচালনা পরিষদে অবস্থান, শেখ হাসিনার একান্ত আস্থাভাজন হওয়ার সুযোগে দলীয় স্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তিতন্ত্র কায়েম করেছেন সর্বত্র। এখনও দলীয় কার্যালয়ে তাঁদের গলাবাজি কমছে না। উচ্চকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন পাঁচ বছর নিজের জন্য কিছুই করেননি। দলের জন্য স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়েছেন। কেউ বলছেন, গত পাঁচ বছরে শেখ হাসিনা তাঁদের ব্যবহার করে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষতি করেছেন।

এবার নতুন কমিটিতে কারা আসছেন সেটি এখন সবার কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান দুই শীর্ষ নেতার একজনও থাকবেন কিনা সে প্রশ্ন করছে কর্মীরা। সহসভাপতিদের মধ্যে কেউ শীর্ষ পদটিতে আসছেন কিনা সে প্রশ্ন অনেকের। যুগ্ম সম্পাদকদ্বয়ের একজনের পার্সোনালিটি নিয়ে প্রশ্ন আজ নতুন নয়। অপরজনের সাংগঠনিক দক্ষতা থাকলেও এত খেলাধুলা করেন যাতে অনেকে ক্ষুব্ধ।

সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা চলছে কেন্দ্রীয় সদস্য সম্পাদকদের মধ্যে সম্ভাব্য পদোন্নতির জন্য। এবার জেলা পর্যায় থেকে শীর্ষপর্যায়ের নেতৃত্বে চমক হিসাবে কেউ আসতে পারেন। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখারও নতুন কমিটি গঠিত হবে। সবার প্রশ্ন নতুন কমিটি গঠিত হলে তারা দেশব্যাপী ছাত্রলীগকে চাঙ্গা করতে পারবে তো।